যার ফলশ্রুতিতে মাঝপথে এসে মঠবাড়ী ক্রেডিট ইউনিয়ন হোঁচট খেয়ে থেমে গিয়েছিল। তার মূল কারণ হল একটা সময় ছিল যখন মঠবাড়ীতে শিক্ষিত উদ্যোক্তা ও কর্মীর সংখ্যা খুবই কম ছিলো। বর্তমানে যেমন মঠবাড়ী ক্রেডিট ইউনিয়ন শিক্ষিত উদ্যোগী যুব সমাজ দ্বারা পরিব্যাপ্ত-অতীতের সেই সময়ে এ চিত্র কল্পনাও করা যেত না

তবে অনেকের মধ্যে মঠবাড়ী ক্রেডিট আন্দোলনের পিদিমটি যার হাতে পরম যত্নে লালিত হয়েছে তিনি হলেন সর্বজন পরিচিত সকলের অবিসম্বাদিত সমবায়ী বন্ধু স্বর্গীয় বেঞ্জামিন ক্রুশ। আমরা দেখেছি কিভাবে তিনি জনগনের কাছে উপস্থাপন করেছেন। কিভাবে তিনি সকলকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তার চাকুরীর ফাঁকে যতটুকু সময় তিনি পেয়েছেন নিজের পরিবারকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রায় পুরোটা সময় তিনি নির্বাহ করেছেন মঠবাড়ী ক্রেডিটের স্বার্থে। মঠবাড়ী ক্রেডিটের প্রতিটি সদস্যের পারিবারিক নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা ছিলো। কার শেয়ার কেমন, তার ঋণের অবস্থা কী তা তিনি অবলীলায় বলে দিতেন। মূলতঃ মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের প্রতিটি পরিবারের জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন একান্ত আপনজন।

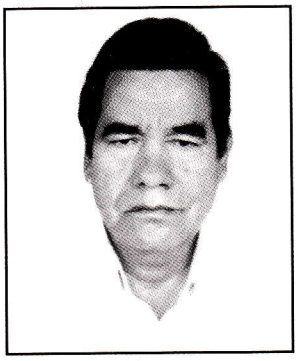

আজকের এ ব্যস্ততম সময়ে তার মত একজন নিঃস্বার্থ সমবায় উদ্যোক্তা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তিনি মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর শিক্ষিত যুব সমাজকে আকৃষ্ট করেছেন তার বন্ধু বৎসল অমায়িক চরিত্রের গুনে। তিনি যুবক যুবতীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এক সময় দেখা গেল, মঠবাড়ী ক্রেডিট কার্যালয় শিক্ষিত যুবক যুবতীদের পদভারে কোলাহল মুখর হয়ে উঠেছে। এটি বেঞ্জামিন ক্রুশ-এর বিরাট কৃতিত্ব ও অবদান। তিনি হাতে কলমে যুবক যুবতীদের কাজ শিখিয়েছেন। অনেককে দক্ষ সমবায় কর্মী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে আঞ্চলিক ও বৃহত্তর ঢাকা কেন্দ্রিক সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নিশ্চয় .... ফাদার সি.জে. ইয়াং এর মত আমাদের সকলের প্রিয় বেঞ্জামিন ক্রুশ স্বর্গ থেকে আর্শীবাদ করছেন মঠবাড়ী ক্রেডিটকে।

ই-মেইল ঃ aarshinagar@yahoo.com
[আরশিনগর]

সম্পাদকের প্রতি নোটঃ
যদি সম্ভব হয়, শ্রদ্ধেয় ফাদার ইয়াং এর একটি ছবি Para-2 এ এবং শ্রদ্ধেয় বেঞ্জামিন ক্রুশ এর ছবি Para-6 এ সংযুক্ত করবেন।

ধন্যবাদ